পাঠকের হৃদয়ে উজ্জ্বল রহিতের কলম

জন্ম : ২৯ জুলাই, ১৯৬০ মৃত্যু : ২২ জুলাই, ২০২০

কোথা দিয়ে যেন এক বছর চলে গেল। ৩৬৪ দিন আগে ঠিক এই দিনটিতে দুপুরে অপ্রত্যাশিত এক মৃত্যুসংবাদে শুধু উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী নয়, বাংলার তামাম সাংবাদিক মহল শোকে মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল। আচমকা প্রয়াত হয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের তদানীন্তন অ্যাসোসিয়েট এডিটর রহিত বসু। জীবনের বেশিরভাগ সময়, এমনকি পেশাগত জীবনের অধিকাংশ সময় কলকাতায় কাটিয়ে উত্তরবঙ্গে কাজ করতে এসে কখনও অস্বচ্ছন্দ বোধ করেননি তিনি।

উত্তরবঙ্গের আত্মাকে উপলব্ধি করেছিলেন অতি দ্রুত। লেখার মধ্যে দিয়ে তো বটেই, অ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসাবে কাগজ পরিচালনাতেও তাঁর সেই অনুভূতি ফুটে উঠেছে বারবার। সাংবাদিকের নিষ্ঠায় নিজের কর্মজগৎকে চিনেছেন খুব তাড়াতাড়ি। শুধু উত্তরবঙ্গের কিছু গ্রাম, শহরের নাম জানা নয়, রহিত দ্রুত বুঝে নিয়েছিলেন তিস্তা–তোর্ষা–বালাসন–মহানন্দা পাড়ের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি জনমানসকে।

এই একাগ্রতা আজকের দিনে সাংবাদিকতায় ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। যে কোনও সাংবাদিকেরই যে নিজের কাজের এলাকার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া তাঁর ভালো কাজের প্রথম শর্ত, সেই ভাবনার অন্যতম উদাহরণ রহিত বসু। উত্তরবঙ্গে এসে তিনি শুধু কিছু রাজনৈতিক নেতার নাম জানেননি বা পরিচিত হননি, এখানকার সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পের জগতের একেবারে তৃণমূলস্তরের সেনানীদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন তাঁর স্বভাবসুলভ সহজতায়।

বিভিন্ন পেশায় যাঁরা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র কাজ করতে চান, স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের মধ্যে ঘনঘন বাড়ি যাওয়ার প্রবণতা থাকে। এ কারণে কাজের প্রতি তাঁর মনঃসংযোগে অনেক সময় বাধা পড়ে। কখনও ফাঁকিবাজির প্রবণতাও দেখা দেয়। রহিত এক্ষেত্রে আশ্চর্য ব্যতিক্রম। নিজের দায়িত্ব পালনে উত্তরবঙ্গ সংবাদের দপ্তরকেই তিনি নিজের ঘরবাড়ি ভেবে নিয়েছিলেন। কখনও নিজের বাসস্থানে যেতে হলেও সর্বক্ষণ তাঁর মন পড়ে থাকত দপ্তরে। নিয়মিত খবর রাখতেন এবং দূর থেকে কাগজ পরিচালনায় নির্দেশ দিতে তাঁর মধ্যে সবসময় সমান উৎসাহ থাকত।

আদ্যন্ত একটি সাংবাদিক সত্তা পূর্ণতা পেয়েছিল রহিতের মধ্যে। জীবনে কাজ করেছেন বিভিন্ন সংবাদপত্র, এমনকি টেলিভিশন চ্যানেলেও। কিন্তু সাংবাদিকের আরেক গুণের পরাকাষ্ঠা সবসময় দেখা গিয়েছে তাঁর মধ্যে। তিনি কোথাও কোনও চাপের কাছে মাথা নোয়াননি। কোনও কারণে সাংবাদিকের সত্যকথনের ধর্ম রক্ষায় কোনও আপস করেননি। সাংবাদিকতার এমন নানাবিধ গুণের সমাহার ছিল যাঁর মধ্যে, তাঁর অকালমৃত্যু শুধু উত্তরবঙ্গ সংবাদের নয়, সাংবাদিকতার ভাবীকালেরও ক্ষতি।

সমানভাবে ক্ষতি পাঠকদেরও। উত্তরবঙ্গ সংবাদে রহিতের কলম যে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, তা আজও বোঝা যায় পাঠকদের স্মৃতিচারণে। ক্ষুরধার ভাষায় সোজা কথা সোজাভাবে বলার ভঙ্গিমায় যথার্থ নিরপেক্ষতার যে স্বাদ তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তা পাঠকরা আজও 'মিস' করেন। মাত্র ৫৯ বছর বয়সে মৃত্যুর পর রাজ্যজুড়ে সাংবাদিক মহলের শোকপ্রকাশ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নানাবিধ স্মৃতিচারণ থেকে স্পষ্ট হয়েছিল যে, সাংবাদিকতা অনুশীলনে কতটা দক্ষ ও দৃঢ় মনোভাবের অধিকারী ছিলেন রহিত।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ তাঁকে হারানোর পর এক বছর কেটে গিয়েছে ঠিকই। নাজিম হিকমতের কবিতায়, 'বিংশ শতাব্দীতে মানুষের শোকের আয়ু বড়জোর একবছর' পংক্তিটির সত্যতা স্বীকার করেও বলা যায়, এই ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়। এই ক্ষতি সার্বিকভাবে সাংবাদিকতার, সংবাদপত্র পরিচালনার দক্ষতার।

হাতি পিষে মারল মহিলাকে

মেটেলি, ২১ জুলাই : হাতির হানায় মৃত্যু হল এক মহিলার। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে মেটেলি ব্লকের চালসা চা বাগানে। মৃতার নাম অঞ্জলি ওরাওঁ (৪০)। এদিন বিকেলে ওই মহিলা বাগানের পাশে মূর্তি নদীতে কাপড় কাচতে গিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকা হাতির সামনে পড়ে যান তিনি। হাতি দেখে পালানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। হাতিটি তাঁকে পা দিয়ে পিষে মারে। খবর পেয়ে বাগানে খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা গেলে তাঁদের জনগণের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত বনকর্মীদের আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মেটেলি থানার পুলিশ গেলে বাসিন্দারা দেহ তুলতে বাধা দেন। পরে বাগানে যান মালের এসডিপিও রবিন থাপা। তিনি গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে দেহ উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি নিয়মে মৃতের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে।

নয়ানজুলিতে দেহ

ধূপগুড়ি, ২১ জুলাই : বুধবার বিকেলে নয়ানজুলি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হল ধূপগুড়ি ব্লকের ভোটপাড়া সংলগ্ন এলাকায়। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম কবিতা পাসোয়ান। মঙ্গলবার থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

উড়ান বাতিল

বাগডোগরা, ২১ জুলাই : বুধবার ১৪টি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। এদিন বাগডোগরায় ১৯টি উড়ান চলাচল করেছে। এদিন বাগডোরায় যাত্রী এসেছেন ১,৮১৯ জন। বাগডোগরা থেকে গিয়েছেন ১,৮৭৮ জন যাত্রী।

পরীক্ষামূলকভাবে চালু হল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে

জলপাইগুড়িতে ভিআরডিএল

জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই : জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হল ভিআরডিএল। বুধবার জলপাইগুড়ি ল্যাবরেটরির জন্য আইসিএমআরের অনুমোদন পেতে নমুনা এবং রিপোর্ট যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হল ভুবনেশ্বরে ল্যাবরেটরিতে। আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আইসিএমআর থেকে সবুজ সংকেত মিললেই পুরোদমে চালু হয়ে যাবে জলপাইগুড়ির ভিআরডিএল। এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণাভ সরকার এবং উত্তরবঙ্গের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ওএসডি সুশান্ত রায়ের উপস্থিতিতে জলপাইগুড়ির ভিআরডিএল চালু হয়। আটটি নমুনা সংগ্রহের পর সেগুলোকে জলপাইগুড়ি ভিআরডিএলের আরটি–পিসিআর মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।

ওএসডি বলেন, 'নিজেদের একটা ভিআরডিএল তৈরি হয়ে গেলে আর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ওপর এই জেলাকে ভরসা করতে হবে না। করোনা চলে গেলেও ভিআরডিএল থেকে যাবে। সেক্ষেত্রে এখানে বিভিন্ন ধরনের রোগের পরীক্ষানিরীক্ষা করা যাবে। আমরা আশা করছি, আগামী দু'দিনের মধ্যে আইসিএমআর থেকে ছাড়পত্র চলে আসবে।'

জলপাইগুড়ি ভিআরডিএল ঘুরে দেখছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। ছবি : সৌরভ দেব

সময়টা ২০২০ সালের মে–জুন মাস। করোনার প্রকোপ যখন তুঙ্গে। তখনও চালু হয়নি অ্যান্টিজেন কিটের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষা। সেই সময় একমাত্র ভরসা ছিল আরটি–পিসিআর টেস্ট। আর সেই পরীক্ষার জন্য জেলার সমস্ত ব্লক থেকে সংগ্রহ করা নমুনা পৌঁছোত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ভিআরডিএলে। কেবল জলপাইগুড়ি নয়, একটা সময় উত্তরবঙ্গে বেশিরভাগ জেলা থেকেই আরটি–পিসিআর টেস্টের জন্য নমুনা পাঠানো হত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ভিআরডিএলে। সেখানে টেস্টের চাপ বেড়ে যাওয়ায় রিপোর্ট পেতে জেলাগুলোকে ৪ থেকে ৫ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। সেই সময় রিপোর্ট পেতে হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পায়নি জলপাইগুড়ি জেলাও। রিপোর্ট আসতে দেরি হওয়ার কারণে করোনা সংক্রামিতদের চিকিৎসা পরিষেবা পেতেও দেরি হত। এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে জলপাইগুড়িতে ভিআরডিএল তৈরি করার উদ্যোগ নেয় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসেই সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভিআরডিএল তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হয় স্বাস্থ্য ভবনে। জানা গিয়েছে, প্রথমে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে স্বাস্থ্য ভবন থেকে প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ওএসডি সুশান্ত রায়ের মাধ্যমে পুনরায় তদ্বির শুরু করেন জেলার স্বাস্থ্যকর্তারা। চলতি বছরের শুরুতেই স্বাস্থ্য ভবন থেকে ভিআরডিএল চালুর অনুমোদন মেলে। এরপর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের নয় তলায় প্রস্তাবিত জায়গায় বিশেষজ্ঞরা পরিদর্শন করে তাতে সিলমোহর দেন। প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরির কাজ সম্পন্ন করে এসজেডিএ কর্তৃপক্ষ।

এদিন সুশান্ত রায় জানান, দিনে কমপক্ষে ৮০০টি নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হবে জলপাইগুড়ির ভিআরডিএলে। ধীরে ধীরে সেই সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হবে। ভিআরডিএল চালু হয়ে গেলে জেলায় টেস্টের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। আগামীতে আরটি–পিসিআর টেস্টের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকদেরও নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের কথা মাথায় রেখেই তৎপরতার সঙ্গে এই ভিআরডিএল চালু করা হচ্ছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
Toll Free : 1800 102 7447

৬টি শ্রমিক আবাস ভাঙল হাতি

মেটেলি, ২১ জুলাই : খাবারের খোঁজে ছয়টি শ্রমিক আবাসে তাণ্ডব চালাল বুনোহাতি। ঘটনাটি মেটেলি ব্লকে মেটেলি চা বাগানে মূর্তি ডিভিশনের সর্দি লাইনের। মঙ্গলবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ একটি বুনোহাতি এলাকায় ঢুকে পড়ে। সুভাষ বৈঠা, রিনা ওরাওঁ, বেনদো ওরাও, সুনীতা কোয়া, রঞ্জন ওরাওঁয়ের ঘরে হামলা চালায়। বরাতজোরে কোনওক্রমে পালিয়ে বাঁচেন বাড়ির লোকজন। প্রায় দুই ঘণ্টা তাণ্ডব চালানোর পর হাতিটি ফের ফিরে যায়। ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তরের বক্তব্য, চা বাগানে হাতির হানায় ঘরবাড়ি ভাঙলে সেক্ষেত্রে বন দপ্তর কোনও ক্ষতিপূরণ দেয় না। বাগান কর্তৃপক্ষই আবাস মেরামত করবে।

Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India (PMBI)
(Society set up under the aegis of Department of Pharmaceuticals, Govt. of India)
8th Floor, Videocon Tower, Block E-1,
Jhandewalan Extension, New Delhi-110055
Tel.: 011-49431800 Website: janaushadhi.gov.in
pmbi
भारतीय जन औषधि परियोजना
Expression of Interest (EOI)
"Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP)" is the flagship programme of Department of Pharmaceuticals under Ministry of Chemicals and Fertilizers to make quality generic medicines available to the general public at affordable prices. The Govt. of India plans to scale up the programme by opening more and more **Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra (PMBJK)** across the country by covering rural areas too. Applications are invited from Individuals, Individual Entrepreneurs, NGO's Societies, Self Help Groups, etc. to open **PMBJK** at Block and Panchayat level in the various districts of the country.
To apply online, detailed terms and conditions, eligibility and other criteria, please visit our website **janaushadhi.gov.in.** Last date for applying is **31.08.2021.** Statewise list of vacant districts may be seen by following the link **http://janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx.**
CEO, PMBI

বাগডোগরা ও মিরিকে সাতটি কনটেনমেন্ট

বাগডোগরা, ২১ জুলাই : করোনার সংক্রমণ রোধে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি ব্লকে ৩টি এলাকা এবং মিরিক ব্লকে ৪টি এলাকাকে নতুন করে কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করল জেলা প্রশাসন। ২১ জুলাই ঘোষিত এলাকায় সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ রাস্তা বন্ধ করে দেয়। নকশালবাড়ি ব্লকের লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের সামনের রাস্তা, রানিডাঙ্গা এসএসবির ১ নম্বর গেটের সামনে এবং নকশালবাড়ি দক্ষিণ স্টেশনপাড়া এলাকা কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে। মিরিক ব্লকের সৌরিনীর দারাগাঁও, লোয়ার সিঙবুলি, ধুপটিনের মুরমাহ কুঠিধুরা এবং হিলারিগাঁও এলাকাকে কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংক্রমণের কমার পরেও ফের কেন কনটেনমেন্ট জোন করা হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ২০ জুলাইয়ের সংক্রমণের পরিসংখ্যান অনুযায়ী নকশালবাড়ি ব্লকে ২ জন, মিরিক পুরসভা এলাকা এবং ব্লক এলাকায় সংক্রমণ ছিল শূন্য। নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, জেলা শাসকের নির্দেশ পাওয়ার পরে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে পুলিশকে বলে কনটেনমেন্ট জোনের রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে ৭ দিনের জন্য।

ক্লাবের উদ্যোগ

বানারহাট, ২১ জুলাই : বানারহাট লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে এলাকার দরিদ্রদের হাতে ছাতা তুলে দেওয়া হল। বুধবার লায়ন্স ক্লাবের 'রিমঝিম' প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৪৬ জন দুঃস্থ বাসিন্দার হাতে ছাতা তুলে দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বানারহাট লায়ন্স ক্লাবের চেয়ারম্যান আশা গজমের, সম্পাদিকা মুনু গুরুং ছেত্রী সহ অনেকে।

চেকিং পয়েন্ট নেই, ব্যাহত লেভি আদায়

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চেকিং পয়েন্ট তুলে নেওয়া হয়েছিল ২০১৯ সালে। তা বলে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির (রেগুলেটেড মার্কেট) লেভি আদায় বন্ধ করা হয়নি। লেভি আদায়ের চেকিং পয়েন্ট তুলে দেওয়ায় জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব আদায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। লেভি আদায় নিয়ে সরকারি তরফে প্রচার না থাকায় লেভি না দিয়েই কৃষিপণ্য পরিবহণ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে লেভি আদায় সহ কৃষিপণ্যের লাইসেন্স নবীকরণ করাতে এখন নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি নিজেই ব্যবসায়ীদের দোরগোড়ায় যাচ্ছে।

জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলায় ১৯টি রেগুলেটেড মার্কেট রয়েছে। আগে জেলার ফুলবাড়ি, দশদরগা এবং তিস্তা সেতুর সামনে লেভি আদায়ের চেকিং পয়েন্ট ছিল। জলপাইগুড়ি জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সচিব উত্তম ভৌমিক জানান, এই ৩টি লেভি আদায়ের চেকিং পয়েন্ট থাকাকালীন ২০১৯–'২০ আর্থিক বছরে কৃষিপণ্যের গাড়ি থেকে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা লেভি আদায় হয়েছিল। কিন্তু চেকিং পয়েন্ট তুলে নেওয়ায় রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে, ২০২০–'২১ আর্থিক বছরে লেভি আদায় হয়েছে মাত্র ১৪ লক্ষ টাকা।

জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালে চেকিং পয়েন্ট তুলে দেওয়া হলেও রাস্তায় কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে লেভি আদায় করা হবে, সেই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। লেভি নেওয়া যে বন্ধ হয়নি, সেব্যাপারেও কোনও সরকারি প্রচারও করা হয়নি। রোদ, বৃষ্টিতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে লেভি আদায় করতে কর্মীদের কষ্টও হচ্ছে।

তিস্তা সেতুর সামনে এখানেই লেভি আদায়ের চেকপোস্ট ছিল।—সংবাদচিত্র

ক্ষতি রাজকোষের

- ২০১৯ সালে চেকিং পয়েন্ট তুলে দেওয়া হয়েছিল
- কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে লেভি আদায় হবে, সেই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি
- লেভি নেওয়া যে বন্ধ হয়নি, সেব্যাপারেও কোনও সরকারি প্রচারও করা হয়নি
- কোটি কোটি টাকার রাজস্ব আদায় মুখ থুবড়ে পড়েছে

জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সচিব আরও জানান, লেভি যে এখনও চালু আছে, তা নিয়ে আমরা প্রচারে যাচ্ছি। গত শনি ও রবিবার বেলাকোবা ও ধূপগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে গিয়ে সেকথা বলেছি। তাছাড়া এখন অনলাইনেও লেভি দেওয়া, নবীকরণের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। রাস্তায় লেভি না দিয়ে চলে গেলে কৃষিপণ্যবাহী যানবাহন আটক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শুধু যে লেভি আদায় হচ্ছে না, তা নয়। কৃষিজাত ব্যবসা, কৃষিপণ্যের যে কোনও ব্যবসার ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি থেকে লাইসেন্স নিতে হয়, লাইসেন্স নবীকরণ করাতে হয়। নতুন লাইসেন্সের জন্য বছরে ২০০ টাকা, নবীকরণের জন্য বছরে ১ হাজার টাকা দিতে হয়। কিন্তু নতুন লাইসেন্স এখন করানো হচ্ছে না। নথিভুক্ত যে কয়েক লক্ষ ব্যবসায়ী রয়েছেন, তাঁরাও নবীকরণ করাচ্ছেন না। এখানেও বছরে সরকারের কয়েক লক্ষ টাকা টাকার রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে।

TECHNO INDIA GROUP SALTLAKE | techno india university WEST BENGAL | Techno India Group EMPLOYABILITY LAB

Dear Students/Guardians!
Techno India Group wishes you/your child good luck for the Class XII results! Have a great academic future ahead!
You can check your results at www.technoindiagroup.com

Techno India Group is one of the best and biggest education groups of the World with 4 Universities, 21 Engineering colleges, 2 upcoming Medical Colleges, 3 Super Speciality Hospitals, 12 B schools, 29 schools, 20 Research labs, Industries and 2 upcoming Medical colleges. For the last 36 years, we have provided quality education and placed over 5.1 lakh students in National and Multinational companies across the world at salary package ranging from INR 4Lakh to 2crores / Annum.

After Class X
1. Class XI: (a)CBSE: TIGPS Garia and Techno India on EM Bypass opp. Trinamool Bhwan (b)WBCHSE: Techno India Sector V)
2. Class XI with Preperation of WB Govt JEE ,(JEXPO)
3. Diploma Engineering: 3 years (CSE, ECE, ME, Civil, EE)
5. Diploma Engineering Residential
6. B.Tech. 6 years (Intigrated) (CSE, ECE, ME, Civil, EE, CSBS in collaboration with Tata Consultancy Services TCS)
7. B.Tech Residential
8. B.Tech + SAP
9. BCA(H): 5 years intigrated
10. BCA(H) Residential
11. BBA(H): 5 years intigrated degree
12. BBA Residential
13. BBA Residential in Performing Arts and Film study. (With an opportunity of working in Film and TV Serials)
14.BBA Residential in Sports Management (Opportunity to become National and International Sports Talents)
15.BBA(H) + LLB: 6 years Intigrated
16. BA(H) 5 years integrated
17. B.Sc(H) 5 years integrated
18.B.Com(H) 5 years integrated
19. Govt of India Diploma : NIELIT CCC and O-Level course

After Class XII
1. B. Tech. (4 years after 10+2, 3 years Lateral entry after Diploma Engineering and B.Sc with Mathematics) CSE, ECE, ME, Civil, EE, CSBS, AE, FT, BME, BT, CST, IT, EEE (In collaboration with Tata Consultancy Services TCS)
2. B.Arch
3. D.Pharma, B.Pharma
4. B.Des (Design) (4 yrs same as B.Tech) - +91 7596040603
5. B.Tech/BBA(H)/BCA(H) with SAP
6. B.Sc Nursing, GNM
7. BMLT, BPT
8. BCA(H)
9. BBA(H)
10. Hospital management
11. Hotel Management
12. Media science
13.BBA(H)/BA(H) + LLB: 5 years Dual degree
14.BA(H)
15. B.Sc(H)
16. B.Com(H)
17. Govt. of India NIELIT A Level
18. B.Tech, B. Pharma, BBA, MBA, BCA, MCA Residential Courses
19. Integrated B.Tech + M.Tech, B.Tech + MBA

After Graduation
M. Tech I MBA I MCA I LLB
MA I M.Sc I M.Com I MBA + PhD

After PG
PhD in all streams

Mega Marks Based Admission Counselling without or with Students Credit Card with world class economic Hostel for 10000 Students at Kolkata, with free compulsory Skill Development training for Higher studies and Higher services.

ADMISSION NORMS
1. Marks Based Physical or Online admission counselling on 23.7.2021 for all our colleges and universities as per following Schedule (All

10AM	11 AM	1 PM	3 PM
ABOVE 90%	80-89%	70-79%	60-69%

2. 10% MQ ADMISSION AS PER GOVT. NORMS
3. 10,000 ECONOMIC HOSTEL AT RS 2000/- PER MONTH.
4.UNIQUE STUDENTS CREDIT CARDS OF GOVT TO BE SUPPORTED.

ADMISSION Helpline Numbers
(Central admission cell)
9836544419 / 18 / 17 / 16 / 14 / 13 /12
+913341804111 / 4222 (Admission cell - Offbeat CCU)
8335061498 (All after Class X courses) I 9831817308

APPLY ONLINE www.technoindiagroup.com www.technoindiaeducation.com www.technoindiauniversity.ac.in

CENTRALIZED ADMISSION OFFICE FOR ALL COLLEGES & UNIVERSITY:
Kolkata : Techno India Campus, Chingrihata, Near Leather Technology Campus I Techno India Campus (2nd Floor), EM 4/1, Salt Lake, Sector V, Kolkata-91 I Techno India Group Employability Lab on EM Bypass opposite Trinamool Bhawan I Techno India Chatterjee International Centre 12th Floor

N.B.1. In all integrated courses, Students will study 2 years at our CBSE or WBCHSE schools or polytechnics + Rest years at Techno India University at Kolkata.
2.It will save Tension, Time Loss and Finance. Integrated courses fees are 10 percent less than normal isolated courses.

দু'টাকার পাঠশালায় নিয়মিত ক্লাস

তমালিকা দে ও পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : কোভিড পরিস্থিতিতে ধুঁকছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা। কতদিন থেমে থাকবে পড়াশোনা?

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনুষ্কা, রাকেশরা তুলে নিয়েছেন গুরুদায়িত্ব। প্রায় ১৫০ জন বাচ্চার পড়ার বই, দুপুরের খাবার দেওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাঁরা পড়াশোনাও শেখাচ্ছেন। এই বিশেষ উদ্যোগের নাম 'দু'টাকায় পাঠশালা'। অন্যদিকে, শহরের বানজারা শিশুদের অবৈতনিক পড়াশোনা করাচ্ছেন আলি আকবর, হরিওম শা, শোয়েব আখতার প্রমুখ। তাঁদের প্রোজেক্টের নাম 'হর হাত কিতাব, হর হাত কলম'।

দু'টাকার বিনিময়ে মিলছে শিক্ষা। করোনা আবহে কেউ স্কুলছুট হয়েছে, কারও বা পড়াশোনার অভ্যাসটাই চলে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দুঃস্থ শিশুদের সুবিধার্থে স্কুলের মতো বাতাবরণ তৈরি করে তাদের পড়াচ্ছেন রাকেশ দত্ত, রাজু মণ্ডল, অনুষ্কা ঘোষ। সঙ্গ দিচ্ছেন তাঁদের বেশ কয়েকজন বন্ধু। শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট, পাগলুপারা চা বাগান ও ক্যানাল বস্তির মতো জায়গায় সপ্তাহে দু'দিন করে বাচ্চাদের পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি থাকছে দুপুরে খাবারের আয়োজন। বাচ্চাদের বইও দিচ্ছেন তাঁরা।

এমন কাজ করে মানসিক শান্তি পাওয়া যায় বলে জানালেন রাকেশবাবু। কিন্তু কেন এমন ভাবনা? শিলিগুড়ির ঘোগোমালির বাসিন্দা রাকেশ সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকেন। বিভিন্ন জায়গায় খাবার বিতরণ করতে গিয়ে বাচ্চাদের অসহায়তা দেখে তাদের জন্য কিছু করার ইচ্ছা জাগে। তারপরই দুই বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করে নেমে পড়েন এই কাজে।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিশুদের পঠনপাঠন বৈকুণ্ঠপুরে। –সংবাদচিত্র

প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে ওই তিন জায়গায় পড়াশোনা শেখাচ্ছেন তাঁরা। অনেকেই তাঁদের সঙ্গে দু'টাকার পাঠশালায় পড়তে আগ্রহী। এতে তারা উপকৃতও হচ্ছে। অনুষ্কা ঘোষের কথায়, 'এমন অনেকেই রয়েছে যাদের দু'বেলার খাবারই ঠিকমতো জোটে না, সেখানে অনলাইনে পড়াশোনা দূরঅস্ত। সেইসব ছেলেমেয়ে যাতে শিক্ষার আলো থেকে দূরে না চলে যায় তারজন্যই এই ব্যবস্থা। প্রতিদিন আরও বেশি বাচ্চা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। তাদের উৎসাহ দেখে ভালো লাগছে।'

অন্যদিকে, আলি আকবররা পড়াচ্ছেন দার্জিলিং মোড়, ফুলবাড়ি, বাগডোগরা, মাটিগাড়া রানাবস্তির বানজারা শিশুদের। আলি আকবর বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে স্কুল বন্ধ থাকায় তাদের পড়াশোনার ঘাটতি যাতে কিছুটা হলেও মেটে, সেজন্য এই ব্যবস্থা।'